প্রথম আলো

রোববার, ১৭ জুলাই ২০২২, ২ শ্রাবণ ১৪২৯

পৃষ্ঠা — ৬

# উচ্চফলনশীল জাতসহ ১২২৪টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে বারি

## কর্মশালায় তথ্য

এসব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশে তেলবীজ, ডাল শস্য, আলু, সবজি, মসলা ও ফলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

**প্রতিনিধি**, *গাজীপুর*

গাজীপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) অভ্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালায় জানানো হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত বিভিন্ন উচ্চফলনশীল জাতসহ ১ হাজার ২২৪টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। গতকাল শনিবার ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়।

গত অর্থবছরে নেওয়া গবেষণা কর্মসূচির মূল্যায়ন ও এসব অভিজ্ঞতার আলোকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে গবেষণা কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালায় জানানো হয়, এসব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশে তেলবীজ, ডাল শস্য, আলু, সবজি, মসলা ও ফলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই-বাছাই ও দেশের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কর্মসূচি গ্রহণ করাই এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। কর্মশালার কারিগরি অধিবেশনগুলো ১৮ জুলাই শুরু হয়ে চলবে আগামী ১৪ আগস্ট পর্যন্ত।

বারির মহাপরিচালক দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব সায়েদুল ইসলাম। তিনি বলেন, শুধু ফসল উৎপাদন বাড়ালেই হবে না, নিরাপদ ও রপ্তানি উপযোগী ফসল উৎপাদন করতে হবে। এটা করতে পারলে রপ্তানি আয় অনেক বেড়ে যাবে।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বেনজীর আলম। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বগত বক্তব্য দেন বারির পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) কামরুল হাসান।

বারির প্রটোকল কর্মকর্তা মো. আল-আমিন জানান, অনুষ্ঠানে বারির বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্পের আওতায় কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে 'প্রতিভা অন্বেষণ' প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের 'কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিভা অন্বেষণ ও বিকাশ পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হয়।

পৃষ্ঠা-১০

দৈনিক
জনকণ্ঠ
ঢাকা ॥ রবিবার
২ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৭ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

# ১২ শতাধিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে বারি

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর ॥ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের ৬২২টি উচ্চ ফলনশীল (হাইব্রিডসহ), রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে চাষোপযোগী জাত এবং ৬০২টি অন্যান্য উৎপাদন প্রযুক্তিসহ মোট ১ হাজার ২২৪টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এ সকল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশে তেলবীজ, ডালশস্য, আলু, সবজি, মসলা এবং ফলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শনিবার গাজীপুরে বারির কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে 'অভ্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন কর্মশালা-২০২২'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানানো হয়।

বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সচিব সায়েদুল ইসলাম। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক মোঃ বেনজীর আলম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি সচিব বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে বলেন, শুধু ফসল উৎপাদন বাড়ালেই হবে না, নিরাপদ ও রফতানি উপযোগী ফসল উৎপাদন করতে হবে। আর এটা করতে পারলে আমাদের রফতানি আয় অনেক বেড়ে যাবে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বারির পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মোঃ কামরুল হাসান। অনুষ্ঠানে বারির গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্যের ওপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা উপস্থাপন করেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মোঃ তারিকুল ইসলাম এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম। এ সময় পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. সোহেলা আক্তার, পরিচালক (তেলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. মোঃ আব্দুল লতিফ আকন্দ এবং পরিচালক (ডাল গবেষণা কেন্দ্র) ড. মোঃ মহিউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

ভোরের কাগজ ঢাকা রবিবার ১৭ জুলাই ২০২২

পৃষ্ঠা-৬

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের 'অভ্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গতকাল প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম – বিজ্ঞপ্তি

বারি

# গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা উদ্বোধন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) 'অভ্যন্তরীণ গবেষণা পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা-২০২২' এর উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল শনিবার ইনস্টিটিউটের কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে এই কর্মসূচির উদ্বোধন হয়। কর্মশালায় জানানো হয়, বারির বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের ৬২২টি উচ্চ ফলনশীল (হাইব্রিডসহ), রোগ প্রতিরোধক্ষম ও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে চাষ উপযোগী জাত এবং ৬০২টি অন্যান্য উৎপাদন প্রযুক্তিসহ এখন পর্যন্ত মোট ১ হাজার ২২৪টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

এ সব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশে তেলবীজ, ডালশস্য, আলু, সবজি, মসলা এবং ফলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব প্রযুক্তির উপযোগিতা যাচাই-বাছাই ও দেশের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কর্মসূচি গ্রহণ করাই এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। কর্মশালার কারিগরি অধিবেশনগুলো আগামী ১৮ জুলাই থেকে শুরু হয়ে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত চলবে।

বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বারির বিজ্ঞানীদের গবেষণা কার্যক্রম পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. বেনজীর আলম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বারির পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান। অনুষ্ঠানে বারির গবেষণা কার্যক্রম ও সাফল্যের ওপর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা পেশ করেন পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. সোহেলা আক্তার, পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. আব্দুল লতিফ আকন্দ এবং পরিচালক (ডাল গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. মহিউদ্দিন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নার্সভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বারির বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বারি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে লাভজনক করা (এফএমডিপি)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কৃষি যন্ত্রপাতি ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে 'প্রতিভা অন্বেষণ' প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের 'কৃষি যন্ত্রপাতি প্রতিভা অন্বেষণ ও বিকাশ পুরস্কার-২০২২' দেয়া হয়। এ প্রতিযোগিতায় ৩টি ক্যাটাগরিতে মোট ১০ জনকে তাদের উদ্ভাবনের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। যার মধ্যে ছিল প্রথম পুরস্কার ১টি (৫০ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট); দ্বিতীয় পুরস্কার ৩টি (প্রতিটি ৩০ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট) এবং তৃতীয় পুরস্কার ৬টি (প্রতিটি ২০ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট)। বিজ্ঞপ্তি।

The New Nation
Independent Daily
Dhaka, Sunday, July 17, 2022

পৃষ্ঠা-২০

GAZIPUR : The Internal Research review AND planning workshop of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) inaugurates at the Kazi Badrudduza Auditorium of the institute on Saturday. Secretary of the Ministry of Agriculture Md. Sayedul Islam addressing the programme as the Chief Guest.
■ NN photo

# BARI inaugurates internal research, planning workshop

**Gazipur Correspondent**

The Internal Research review & planning workshop 2022 of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) was inaugurated) at the Kazi Badrudduza Auditorium of the institute on Saturday.

This workshop was organized for the purpose of evaluating all the research programs undertaken in the last year 2021-2022 and formulating the research program for the next year 2022-2023 in the light of these experiences. Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) is currently conducting research activities on 211 crops. A total of 1,224 technologies including 622 high yielding (including hybrids), disease resistant and various adverse environment resistant varieties and 602 other production technologies have been developed by BARI. As a result of these technological innovations, the production of oilseeds, pulses, potatoes, wheat, vegetables, spices and fruits has increased tremendously in the country. The main objective of this workshop is to verify the suitability of these technologies and to take up the program of technology innovation according to the current demand of the country.

Secretary of the Ministry of Agriculture Md. Sayedul Islam was the chief guest while Director General of BARI Dr. Debasish Sarker presided over the inaugural ceremony.

# The Financial Express

Tropicana Tower, (4th floor) 45, Topkhana Road, Dhaka-1000
Sunday, July 17, 2022
Sraban 2, 1429 BS: Zilhajj 17, 1443 Hijri


পৃষ্ঠা-১২

**BARI Director General Dr Debasish Sarker addressing the inaugural ceremony of the Internal Research review & planning workshop 2022 organised by the Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) at the Kazi Badrudduza Auditorium of the institute on Saturday. Sitting from left are BARI Director (Support & Services) Dr Md Kamrul Hasan, Additional Secretary of the Agriculture Ministry Kamalaranjan Das, Secretary of the Ministry of Agriculture Md. Sayedul Islam, Chairman of BADC A F M Hayatullah, Executive Chairman of BARC Dr Sheikh Mohammad Bokhtiar, Director General of DAE Md Benazir Alam and BARI Director (Research) Dr. Md. Tariqul Islam**

Page-3

ঢাকা ■ বৃহস্পতিবার ■ ২১ জুলাই ২০২২ ভোরের কাগজ

# বারি পরিদর্শনে বিএলএফএ প্রতিনিধিরা

বেটার লাইফ ফার্মিং অ্যালায়েন্সের (বিএলএফএ) ৭ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেছেন। প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন– বিএলএফএ এর উপদেষ্টা রুপা রায় মিত্র, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন্স, বায়ার এর সিনিয়র ম্যানেজার জুলিয়া ডানকান, আএফসি, সাউথ এশিয়া ফুড এন্ড এগ্রিবিসনেজ অ্যাডভাইজরি সার্ভিসেসের প্রোগ্রাম লিডার হার্স বিবেক প্রমুখ।

অতিথিরা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে এসে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন বিজ্ঞানীরা। পরে বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের উপস্থিতিতে তার কার্যালয়ে বারির বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রতিনিধিদল ভবিষ্যৎ গবেষণা পরিকল্পনা ও দ্বিপক্ষীয় সাহায্য সহযোগিতা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে বারির বিভিন্ন কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য তুলে ধরেন বারির কৃষিতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলামসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সার্বিক সহযোগিতায় বেটার লাইফ ফার্মিং অ্যালায়েন্স দেশের প্রান্তিক চাষিদের ভাগ্য উন্নয়নসহ সার্বিক কৃষি উন্নয়নের নানা দিক নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। অতিথিরা বারির বর্তমান কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিজ্ঞপ্তি।

*বেটার লাইফ ফার্মিং অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধিদল গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেছে। এ সময় বারি মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন তাঁরা – বিজ্ঞপ্তি।*

বৃহস্পতিবারের
THE DAILY BANGLADESH KANTHA
বাংলাদেশ কণ্ঠ
মাটি ও মানুষের
bangladeshkantha.com

# বেটার লাইফ ফার্মিং অ্যালায়েন্স প্রতিনিধি দলের বারি পরিদর্শন

গাজীপুর প্রতিনিধি :
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেছেন বেটার লাইফ ফার্মিং অ্যালায়েন্স (বিএলএফএ)-এর সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। মঙ্গলবার প্রতিনিধি দলটি বারিতে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানীবৃন্দ। প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন বিএলএফএ'র অ্যাডভাইজর রুপা রায় মিত্র, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, বায়ার'র সিনিয়র ম্যানেজার জুলিয়া ডানকান, আএফসি, সাউথ এশিয়া ফুড এন্ড এগ্রিবিসনেজ এ্যাডভাইজরি সার্ভিসেস'র প্রোগ্রাম লিডার হার্স বিবেক প্রমুখ। পরে বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের উপস্থিতিতে তাঁর কার্যালয়ে বারি'র বিজ্ঞানীদের সাথে প্রতিনিধি দল ভবিষ্যৎ গবেষণা পরিকল্পনা ও দ্বিপাক্ষিক সাহায্য সহযোগিতা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে বারি'র বিভিন্ন

কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য তুলে ধরেন বারি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলামসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সার্বিক সহযোগিতায় বেটার লাইফ ফার্মিং অ্যালায়েন্স দেশের প্রান্তিক চাষীদের ভাগ্য উন্নয়নসহ সার্বিক কৃষি উন্নয়নের নানা দিক নিয়ে সভায় আলোচনা হয়।

Page-8

দৈনিক
সত্য ও ন্যায়ের প্রতিচ্ছবি
লাখো কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার ২১ জুলাই-২০২২, ৬ শ্রাবণ ১৪২৯, ২১ জিলহজ ১৪৪৩

# বেটার লাইফ ফার্মিং অ্যালায়েন্স প্রতিনিধি দলের বারি পরিদর্শন

আদিবা বিনতে আলম, গাজীপুর

বেটার লাইফ ফার্মিং অ্যালায়েন্স (বিএলএফএ)-এর সাত (০৭) সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ১৯ জুলাই মঙ্গলবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) পরিদর্শন করেছেন। প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন বিএলএফএ এর অ্যাডভাইজর রুপা রায় মিত্র, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, বায়ার এর সিনিয়র ম্যানেজার জুলিয়া ডানকান, আএফসি, সাউথ এশিয়া ফুড এন্ড এগ্রিবিসনেজ এ্যাডভাইজরি সার্ভিসেস এর প্রোগ্রাম লিডার হার্স বিবেক প্রমুখ। অতিথিবৃন্দ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ এসে পৌঁছালে তাদের স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন বিজ্ঞানীবৃন্দ। পরে বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এর উপস্থিতিতে তাঁর কার্যালয়ে বারি'র বিজ্ঞানীদের সাথে প্রতিনিধি দল ভবিষ্যৎ গবেষণা পরিকল্পনা ও দ্বিপাক্ষিক সাহায্য সহযোহিতা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে বারি'র বিভিন্ন কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য তুলে ধরেন বারি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. দিলোয়ার আহমদ চৌধুরী। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলামসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ, বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সার্বিক সহযোগিতায় বেটার লাইফ ফার্মিং অ্যালায়েন্স দেশের প্রান্তিক চাষীদের ভাগ্য উন্নয়নসহ সার্বিক কৃষি উন্নয়নের নানা দিক নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। অতিথিবৃন্দ বারি'র বর্তমান কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সাফল্য দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রটোকল শাখা
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

Page-3

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ১০ শ্রাবণ ১৪২৯
২৫ জুলাই ২০২২

# বারিতে সমন্বিত বালাই দমনে প্রশিক্ষণ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর কীটতত্ত্ব বিভাগ এবং সিমিট-ফিট দ্যা ফিউচার বাংলাদেশ আপিএমএর যৌথ আয়োজনে 'সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা (আইপিএম)-এর একটি উপাদান হিসেবে বিভিন্ন পরজীবীর পালন এবং তাদের প্রায়োগিক দিক' বিষয়ক পাঁচ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠান রবিবার বারির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউএসএআইডি মিশন, বাংলাদেশের অর্থায়নে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নেপাল ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ১০ প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

সকালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার প্রধান অতিথি থেকে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বারির পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান, পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম এবং পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম।

Page-10

দৈনিক
জনকণ্ঠ

ঢাকা ॥ সোমবার
১০ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৫ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

# বারিতে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ শুরু

স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর ॥ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বারি) পাঁচ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। 'সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা (আইপিএম) এর একটি উপাদান হিসেবে বিভিন্ন পরজীবীর পালন এবং তাদের প্রায়োগিক দিক' বিষয়ক এ প্রশিক্ষণ বারির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার প্রধান অতিথি হিসেবে সকালে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে এ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মোঃ কামরুল হাসান, পরিচালক (গবেষণা) ড. মোঃ তারিকুল ইসলাম এবং পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভার্জিনিয়া টেক ইউনিভার্সিটির আইপিএম ল্যাবের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ড. রাঙ্গাসুয়ামি মুনিয়াপ্পান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. নির্মল কুমার দত্ত। বারির কীটতত্ত্ব বিভাগ ও সিমিট-ফিট দ্যা ফিউচার বাংলাদেশ আইপিএমএ যৌথভাবে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

Page-3

ভোরের কাগজ ঢাকা সোমবার ২৫ জুলাই ২০২২

বারির সেমিনারে বক্তারা

# কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস প্রায় ১৭%

জৈব বালাইনাশকভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার প্রায় ১৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর কীটতত্ত্ব বিভাগ এবং সিমিট-ফিট দ্যা ফিউচার বাংলাদেশ আপিএমএ এর যৌথ আয়োজনে এক সেমিনারে এ কথা জানান বক্তারা।

'সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা (আইপিএম) এর একটি উপাদান হিসেবে বিভিন্ন পরজীবীর পালন এবং তাদের প্রায়োগিক দিক' বিষয়ক পাঁচ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠান গতকাল রবিবার বারি'র সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ইউএসএআইডি মিশন, বাংলাদেশের অর্থায়নে আয়োজিত ২৩-২৭ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নেপাল ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ১০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করছেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসান, পরিচালক (গবেষণা) ড. মো. তারিকুল ইসলাম এবং পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম। অনুষ্ঠানে 'গেস্ট অফ অনার' হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভার্জিনিয়া টেক ইউনিভার্সিটির আইপিএম ল্যাবের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ড. রাঙ্গাসুয়ামি মুনিয়াপ্পান। বারির কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আখতারুজ্জামান সরকারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কীটতত্ত্ব বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. নির্মল কুমার দত্ত।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ দানাদার খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও এখনো এর কৃষিতে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিশেষ করে ক্রমহ্রাসমান জমিতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম বিভিন্ন সমন্বিত বালাই দমন প্রযুক্তির নিবন্ধন দেয়া শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৬৬টি জৈব বালাইনাশক নিবন্ধিত হয়েছে এবং এসব জৈব বালাইনাশকের অধিকাংশই কৃষকের মাঠে সফলতার সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। জৈব বালাইনাশকভিত্তিক প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারের ফলে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার প্রায় ১৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ এবং সিমিট-ফিট দ্য ফিউচার বাংলাদেশ-এর যৌথ আয়োজনে পাঁচ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন প্রশিক্ষণার্থীরা। বিজ্ঞপ্তি।

Page-4

NEWAGE
MONDAY, JULY 25, 2022, SHRABAN 10, 1429 BS

Bangladesh Agricultural Research Council chairman executive Sheikh Mohammad Bokhtiar inaugurates a 5-day training on integrated pest management presided over by Bangladesh Agricultural Research Institute director general Debasish Sarker at the seminar room of BARI on Sunday. — Press release

# BARI begins IPM training

**Staff Correspondent**

THE Entomology Division of Bangladesh Agricultural Research Institute and CIMMYT-FtF Bangladesh IPMA jointly organised a 5-day international training to be held in 23-27 July at the seminar room of BARI on Sunday with the funding of USAID.

Ten trainees from different public and private institutions of Nepal and Bangladesh are participating in this training programme titled 'Mass rearing of different parasitoids and their field applications as a component of Integrated Pest Management'.

Executive chairman of Bangladesh Agricultural Research Council Sheikh Mohammad Bokhtiar inaugurated the training workshop as chief guest, said a press release.

BARI director general Debasish Sarker presided over the function while director (support and services) Md Kamrul Hasan, director (research) Md Tariqul Islam and director (training and communication) Ferdousi Islam were present as special guests.

Principal Investigator of Virginia Tech University's IPM Lab Rangaswamy Muniappan was present as guest of honour.

Chief scientific officer and head of the Entomology Division Nirmal Kumar Dutta gave the welcome address while principal scientific officer of the division Md Akhtaruzzaman Sarker conducted the function.

Speakers said that Bangladesh had registered about 66 organic pest control technologies. As a result of the use of the technologies, the use of chemical pesticides in the country decreased by about 17 per cent from 2020.

Page-10

The New Nation
Independent Daily
Dhaka, Monday, July 25, 2022

# BARI holds International Training on IPM

**National Desk**

The Entomology Division of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) and CIMMYT-FtF Bangladesh IPMA jointly organized a 5-day international training titled "Mass rearing of different parasitoids and their field applications as a component of Integrated Pest Management (IPM)" at the Seminar Room of BARI on Sunday.

Some10 trainees from different public and private institutions of Nepal and Bangladesh are participating in this training program to be held from 23-27 July 2022 with the funding of USAID Mission, Bangladesh.

Executive Chairman of Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) Dr. Sheikh Mohammad Bokhtiar inaugurated the training workshop as chief guest. BARI Director General Dr. Debasish Sarker presided over the function while Director (Support & Services) Dr. Md. Kamrul Hasan, Director (Research) Dr. Md. Tariqul Islam and Director (Training and Communication) Dr. Ferdousi Islam were present as special guests.

Principal Investigator of Virginia Tech University's IPM Lab Dr. Rangaswamy Muniappan was present as guest of honor.

**GAZIPUR : The Entomology Division of Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) and CIMMYT-FtF Bangladesh IPMA jointly organise a five day-long international training titled "Mass rearing of different parasitoids and their field applications as a component of Integrated Pest Management (IPM)" at BARI Seminar Room on Sunday. ■ NN photo**

Page-11

দৈনিক
জনকণ্ঠ
ঢাকা ॥ মঙ্গলবার
১১ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৬ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

# বারিতে অমৌসুমী ফলের জাত উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালা

**স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর ॥** বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বারি) 'অমৌসুমী ফলের জাত উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা প্যাকেজ' শীর্ষক প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বারির উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের ফল বিভাগের আয়োজনে সেমিনার কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বারির মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এ সমাপনী কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন। বারির পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে এ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বারির পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম, পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. আব্দুল লতিফ আকন্দ ও পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. সোহেলা আক্তার।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

আপডেট : ২৫ জুলাই, ২০২২ ২২:১৬

# বারিতে ফলের জাত উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালা

গাজীপুর প্রতিনিধি:

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের ফল বিভাগের আয়োজনে সোমবার অমৌসুমী ফলের জাত উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা প্যাকেজ শীরর্ষক প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালা বারি'র উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এ সমাপনী কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম, পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. আব্দুল লতিফ আকন্দ এবং পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. সোহেলা আক্তার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের ফল বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর ড. বাবুল চন্দ্র সরকার।

কর্মশালায় প্রকল্পের গবেষণা বিষয়ে ৩টি রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। প্রবন্ধ ৩টি উপস্থাপন করেন যথাক্রমের ফল বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর ড. বাবুল চন্দ্র সরকার, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. ইকবাল ফারুক এবং কীটতত্ত্ব বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. কফিল উদ্দিন।

কর্মশালায় জানানো হয়, এ প্রকল্পের আওতায় ৩টি অমৌসুমী ফল যথা বারি কদবেল-২, বারি জাম-১ এবং বারি আতা-১ এর জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বক্তারা বলেন, একজন মানুষের গড়ে প্রতিদিন ২০০ গ্রাম ফল খাওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের দেশে যে পরিমাণ ফল উৎপাদিত হয় তা দিয়ে একজন মানুষের মাত্র গড়ে প্রতিদিন ৮২ গ্রাম ফলের চাহিদা মেটানো যায়। তাই এই ফলের ঘাটতি ও মানুষের চুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য চাহিদা মেটাতে হলে আমাদের অমৌসুমী ফলের উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে।

পিবিআরজি-০১৩ উপ-প্রকল্প, এনএটিপি-২, পিআইইউ, বিএআরসি, ঢাকা প্রকল্পের অর্থায়নে আয়োজিত এ সমাপনী কর্মশালায় বারি'র বিভিন্ন বিভাগ ও কেন্দ্রের উর্ধ্বতন বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কৃষক প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

Page-6

কারও তাঁবেদারি করে না

মানবজমিন

মঙ্গলবার ২৬শে জুলাই ২০২২, ২৫তম বর্ষ, সংখ্যা ১৫৩, ১১ই শ্রাবণ ১৪২৯,

# বারি'তে তিনটি অমৌসুমি ফলের জাত উদ্ভাবন

**স্টাফ রিপোর্টার, গাজীপুর থেকে:** বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)-এর উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের ফল বিভাগের আয়োজনে সোমবার অমৌসুমি ফলের জাত উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা প্যাকেজ শীর্ষক প্রকল্পের সমাপনী কর্মশালা বারি'র উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে জানানো হয়, এ প্রকল্পের আওতায় ৩টি অমৌসুমি ফল যথা বারি কদবেল-২, বারি জাম-১ এবং বারি আতা-১ এর জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। পিবিআরজি-০১৩ উপ-প্রকল্প, এনএটিপি-২, পিআইইউ, বিএআরসি, ঢাকা প্রকল্পের অর্থায়নে আয়োজিত এ সমাপনী কর্মশালায় বারি'র বিভিন্ন বিভাগ ও কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কৃষক প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বারি'র মহাপরিচালক ড. দেবাশীষ সরকার এ সমাপনী কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বারি'র পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) ড. মো. কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারি'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. অপূর্ব কান্তি চৌধুরী, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. ফেরদৌসী ইসলাম, পরিচালক (তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র) ড. মো. আব্দুল লতিফ আকন্দ এবং পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. সোহেলা আক্তার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের ফল বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর ড. বাবুল চন্দ্র সরকার।